সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ বৈশাখ-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৪

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

– মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, তথ্য অফিসার (পিপি), কৃতসা, ঢাকা

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে সিংহভাগ সাফল্য এসেছে এদেশের কৃষক ও কৃষিজীবীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। আজ আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা আরও জানি, প্রাণে বাঁচতে হলে খাদ্য দরকার। খাদ্য না খেলে দেহে শক্তি আসে না। তাই খাদ্যশক্তি, প্রাণশক্তি, শ্রমশক্তি ও মেধাশক্তির মূল উৎস কৃষি। 'প্রযুক্তি দিয়ে করবো কৃষি, সুখে থাকবো দিবানিশি'-এ স্লোগানকে সামনে রেখে ৫ এপ্রিল ফার্মগেটের আ. কা. মু. গিয়াস উদ্‌দীন মিল্‌কী অডিটরিয়াম চত্বরে তিনদিনব্যাপী জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি এ কথা বলেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বিজয় ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন, এমপি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ জেড এম মমতাজুল করিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মিজানুর রহমান। কৃষি তথ্যবিস্তারে ই-কৃষি বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভিকেআই প্রকল্প পরিচালক ড. রাধেশ্যাম সরকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী আরও বলেন, কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলো কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকের কাছে কৃষির বিভিন্ন আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি পৌছানো যায়। আমাদের জমি কমছে, তারপরও আমরা খাদ্য সংকট থেকে উত্তরণ পেয়েছি। পরিবেশবান্ধব ও কৃষকের উপযোগী করে জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষকদের আরও মনোযোগী হতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার কৃষকের কাছে পৌছাতে

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন ও সেমিনারে করেন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী । ছবি– কবির আহমেদ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামীণ জনগণের জীবনমান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক স্টার্ট-আপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

– কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, ঢাকা

সমন্বিত ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় ০১ এপ্রিল ২০১৫ খামারবাড়ির আ. কা. মু.

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে- কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত

– কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃতসা, রংপুর

বৈশ্বিক কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের তদারকিতে সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি) ২০১২ সন থেকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) রংপুর অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আকস্মিক বন্যা, খরা ও ঠাণ্ডাপীড়িত

(৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

প্রযুক্তির বদৌলতে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে –ভূমিমন্ত্রী

- এ কে এম রেজাউল ইসলাম, সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা, পাবনা

কৃষি এদেশের অর্থনীতির প্রাণ। আমাদের দেশের কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ঘাম ঝরিয়ে আমাদের মুখের আহার জোগাড় করছে। কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ দ্বারা কৃষকেরা খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাদের বছরের ৩৬৫ দিনের নিরলস পরিশ্রমে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু ২৮ মার্চ ঈশ্বরদীর মীরকামারীতে অবস্থিত কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। তিনি ফিতা কেটে এআইসিসি ক্লাব উদ্বোধন করেন।

(৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

ঈশ্বরদীর মীরকামারী এআইসিসি ক্লাব উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু, এমপি

শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ– শিল্পমন্ত্রী

- নাহিদ বিন রফিক, টিপি, কৃতসা, বরিশাল

বর্তমান সরকার সববান্ধব সরকার। যখন আমরা কৃষিতে আসি এবং এর কর্মকাণ্ড দেখি, তখন সবাই বলে এ সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। যে কারণে শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, এদেশ এখন উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। খাদ্য ঝালকাঠি সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী আলহাজ আমির হোসেন আমু, এমপি একথা বলেন। এ উপলক্ষে উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এক আলোচনা সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান মো. সুলতান হোসেন খানের সভাপতিত্বে অন্যদের

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

ফিতা কেটে কৃষি প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী আলহাজ আমির হোসেন আমু, এমপি

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

খাদ্যে ভেজাল পরিহারে সরকার সরাসরি গ্রামীণ চাষিদের প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি তথ্য জ্ঞান প্রদান করছে –ভূমিমন্ত্রী

–এ টি এম ফজলুল করিম,
সহকারী তথ্য অফিসার, কৃতসা, পাবনা

ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ, এমপি বলেছেন, কৃষকরাই এদেশের মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের কথা জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। জাতীয় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত পাবনার চাষি কুল ময়েজ, পেঁপে বাদশা, লিচু কেতাব, কপি বারি, বেলী বেগম, পেয়ারা আমজাদ ও মৎস্য হাবীব এরা আমাদের জাতির গর্ব, এদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর গবেষণায় আমরা কৃষির সর্বক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখছি। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ২৮ মার্চ বিকালে জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মানিকনগর আনসার মাঠ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত ফল ফসলে ফরমালিন, বিষাক্ত রাসায়নিক, কৃষকের জ্ঞান ও করণীয় বিষয়ক কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটির সভাপতি এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ লোকমান হোসেন, ঈশ্বরদী এটিআইয়ের প্রিন্সিপাল ড. জাকির হোসেন, ঢাকা খামারবাড়ির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ (কীটতত্ত্ব) উইংয়ের অতিঃ উপপরিচালক কৃষিবিদ শাহআলম, ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম সেলিম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ খুরশীদ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, খাদ্যে ভেজাল রাসায়নিক দ্রব্য, ফরমালিন মিশানোর জ্ঞান আমাদের দেশের সাধারণ চাষিদের নেই। তারা কখনও ফরমালিন মিশায় না। মুনাফালোভী ফরিয়ারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের অপকর্ম সাধারণ কৃষকদের ঘাড়ে চাপাতে চায়, তা কখনও বরদাশত্ করা হবে না।

'বিটি বেগুনের উপযোগিতা পরীক্ষা' শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আটঘরিয়ায়

**–এটিএম ফজলুল করিম,
সহকারী তথ্য অফিসার, কৃতসা, পাবনা**

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র পাবনার আয়োজনে এবং এবিএসপি প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষকের মাঠে বারি বিটি বেগুনের উপযোগিতা পরীক্ষা শীর্ষক এক মাঠ দিবস ১৯ মার্চ পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার কুষ্টিয়া পাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। বিটি বেগুনের চাষ সম্প্রসারণ, চাষিদের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, বিটি বেগুনের লাভজনক দিক উত্থাপন এবং ভক্ষণজনিত কুসংস্কার দূর করে এর সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেই এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়।

পাবনা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদীর ডাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক কৃষিবিদ শোয়েব হাসান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. শামীম হোসেন মোল্লা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জিন পরিবর্তন ঘটিয়ে বিটি বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। সাধারণ বেগুন চাষে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়, যার ফলে এটা মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করে। অথচ বিটি বেগুন উৎপাদনে কোনো কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় না, এটা মানব শরীরের জন্যও কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না এবং পরিবেশের জন্যও ফলপ্রসূ।

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, বারি উদ্ভাবিত বিটি-৪ ও বিটি-২ জাতের বেগুন ফলনে সাধারণ বেগুনের চেয়ে দেড় থেকে দুইগুণ বেশি।

রাঙ্গামাটিতে কৃষি প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত

– মাহমুদুল হাসান, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি

১ এপ্রিল ২০১৫ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটির উপপরিচালকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওই মেলার উদ্বোধন করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটির উপপরিচালক কৃষিবিদ রমণী কান্তি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ত্রিদিব কান্তি দাস, সদস্য জেবুন্নেসা রহিম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপপরিচালক কৃষিবিদ তরুণ ভট্টাচার্য্য এবং জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. সাখাওয়াত হোসেন।

প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষি ও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি কৃষি প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে কৃষি প্রযুক্তি মেলার গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের কৃষি প্রযুক্তি মেলা ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন মৌসুমে আয়োজন করা সম্ভব হলে মেলায় আগত কৃষাণ-কৃষাণিরা এবং দর্শনার্থীরা ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের মেলা আরও বেশি করে আয়োজনের পরামর্শ প্রদান করেন। মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, জেলা মার্কেটিং অফিস, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণ করে। এ মেলায় ধান চাষে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ পদ্ধতি, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সবজির পোকা দমন, কম্পোস্ট সার তৈরি, পাহাড়ে ধাপে চাষ পদ্ধতি, পার্চিং, পাহাড়ি অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা, পাহাড়ে ফল বাগান ব্যবস্থাপনা, মালচিং, পাহাড়ে ভূমি ক্ষয়রোধ পদ্ধতি, আলু এবং বিভিন্ন ফলের বহুমুখী ব্যবহারসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তিগুলো প্রদর্শন করা হয়।

রংপুরের গংগাচরা উপজেলায় ভুট্টার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় কৃষক-কৃষাণীরা

আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে ভুট্টার ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব -কৃষি বিশেষজ্ঞ

– কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃতসা, রংপুর

আমাদের দেশে এখনও ভুট্টা প্রধানত প্রাণী খাদ্য হিসেবেই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। অথচ মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে দৈনিক খাবারে ভুট্টার তৈরি খাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গমের আটার পাশাপাশি ভুট্টার আটা মিশিয়ে বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈরি করা যায়। তাহলে একদিকে যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান হবে অন্য দিকে প্রতি বছর গম আমদানি বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। আর ভুট্টার উচ্চফলনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২৮ মার্চ রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার কোলকন্দ ইউনিয়নের দক্ষিণ মাদ্রাসাপাড়ায় ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি)-এর অর্থায়নে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (আরএআরএস) ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ভুট্টার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞরা এসব মতামত দেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও আইএপিপি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) অঙ্গের বাস্তবায়নে বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭ ও বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ এর জাত পরীক্ষা এবং কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার ওপর বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়। মাঠ দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে রংপুর গংগাচড়া উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবদুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রদান ড. মো. আবু আলম মণ্ডল। প্রধান অতিথি সুস্বাস্থ্য ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে দৈনিক খাদ্য তালিকায় ভাতের পরিমাণ কমিয়ে গম-ভুট্টার আটা খাওয়ার পরামর্শ দেন। গংগাচড়ার মতো হালকা বুনটের মাটিতে তিনি বোরো ধানের পরিবর্তে আলুভুট্টা রিলে ফসল আবাদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ হাইব্রিড ভুট্টার বীজ আমদানি করতে হয়। অথচ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ভুট্টার জাত অবমুক্ত করেছে। বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এদেশের তৈরি হাইব্রিড ভুট্টা চাষের জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

মনপুরার কৃষকদের আদা চাষে আগ্রহ বাড়ছে

– মো. ছালাহউদ্দিন, কলেজ শিক্ষক, মনপুরা (ভোলা)

ভোলা জেলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা মনপুরায় রবি মৌসুমে জিরার সাফল্য পাওয়ার পর এবারেই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে আদা চাষে কৃষক-কৃষাণিদের মাঝে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির আঙিনায় বা উঠানে উঁচু জায়গায় আদা চাষে কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

পরীক্ষামূলকভাবে আদা চাষ করে বেশ সাফল্য পাওয়ার আশা করছেন কুলা গাজী তালুক ব্লকের বাড়ির আঙিনায় আদা চাষিরা। বাড়ির আঙিনায় আদা চাষিদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, কৃষি অফিস থেকে তারা আদার বীজ সংগ্রহ করে। বাড়ির উঠানে উঁচু জায়গায় মাটি ভালোভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে কান্দি (সারি) বেঁধে দুই পাশ উঁচু করে দিতে হবে। পরে আদাগুলো কান্দির দুই পাশে সারি করে লাগিয়ে দিতে হবে। আমরা কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই এভাবে আদার চাষ করা শুরু করি। এখন আমাদের আঙিনায় ভালো আদার ফলন হয়েছে। কৃষি অফিস যদি মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদনের দিকে কৃষকদের উৎসাহিত করে তাহলে উপকূলের এই দ্বীপ থেকে ভালো মসলা উৎপাদন করা সম্ভব বলে চাষিরা আশা করেন।

প্রযুক্তির বদৌলতে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ল্যাপটপ প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা, জেনারেটর, ল্যামিনেটিং মেশিন, স্পাইরাল মেশিন, মডেম, স্ক্রিন ইত্যাদি সামগ্রী দেখে মন্ত্রী মহোদয় আনন্দে অভিভূত হন এবং বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি এবং কৃষকবান্ধব সরকার। তথ্যপ্রযুক্তির দ্বারা কৃষকেরা তাদের জীবমান উন্নয়ন করুক, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখুক এটাই সরকারের প্রত্যাশা। তিনি আবার ল্যাপটপের বোতাম টিপে এসব সামগ্রীর কার্যকারিতা চালিয়ে উদ্বোধনী ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপরিচালক কৃষিবিদ মো. লোকমান হোসেন, ঈশ্বরদীর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ খুরশীদ আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম সেলিম, কুষ্টিয়া কৃষি তথ্য সার্ভিসের জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার কৃষিবিদ মো. হাবিবুল্লাহ, পাবনা আঞ্চলিক কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা, ক্লাবের সভাপতি এম সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল (কেতাব লিচু), বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত চাষি কুল সম্রাট সিদ্দিকুর রহমান কুল ময়েজ, মহিলা সম্পাদিকা বেলী বেগম, দপ্তর সম্পাদক ফজলুল হক এবং সহ-সম্পাদক কপিবারি প্রমুখ।

ভোলার মনপুরা উপজেলা কৃষি বিভাগ গত ৬ এপ্রিল আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলের কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা মূলক এক সভার আয়োজন করে। সভায় উদ্বুদ্ধকরণ বক্তব্য দিচ্ছেন উপজেলা কৃষি অফিসার এ এইচ জাহাঙ্গীর আলম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগগুলোর উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত

– এ কে এম রেজাউল ইসলাম, সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা, পাবনা

সিরাজগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অদিধপ্তরের আয়োজনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগ/ সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন সভা ৩০ মার্চ সিরাজগঞ্জে উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সকল বিভাগ/ সংস্থা সমূহের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, কারিগরি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলোর সাথে লিয়াজোঁ রক্ষাপূর্বক সমন্বয়সাধন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ত্বরিত ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. ওমর আলী শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সভায় জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসিতে হর্টিকালচার সেন্টার টেবুনিয়া, পাবনা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, পাবনা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, পাবনা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সিরাজগঞ্জ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিরাজগঞ্জ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনা বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী প্রভৃতি বিভাগগুলোর প্রধানরা অংশগ্রহণ করেন।

বরিশালে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন

নাহিদ বিন রফিক, টিপি,কৃতসা, বরিশাল

২৮ মার্চ বরিশাল নগরীর চৈতন্য স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করেন বরিশাল-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট তালুকদার মো. ইউনুস। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প-এর অর্থায়নে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার মো. একরামুল করিম চৌধুরী এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমান। এআইএসের টেকনিক্যাল পার্টিসিপেন্ট নাহিদ বিন রফিকের সন্ধ্যালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক লীগ বরিশাল জেলার সভাপতি অ্যাডভোকেট সাইফুল আলম গিয়াস, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদত হোসেন প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এমপি তালুকদার মো. ইউনুস বলেন, কৃষি উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানে দেশে আজ কৃষিজ পরিবেশ বিরাজমান। আর তা বাস্তবায়নে কাজ করছে কৃষক এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পাশাপাশি কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে এ সেক্টর সময়, শ্রম ও ব্যয় কমানোর ক্ষেত্রে রাখছে যুগান্তকারী ভূমিকা। সে কারণে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কৃষির জন্য আমাদের জীবনাযাত্রার মান অনেক বেড়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি হয়েছে অনেক মজবুত । এছাড়া কৃষি শিল্প বিকাশ এখন উল্লেখ করার মতো। এ ধারাবাহিকতা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি তবেই এ দেশ হবে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত সোনার বাংলা। তিনি মেলায় বিভিন্ন প্রযুক্তি দেখে অভিভূত হন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করেন। মেলায় স্থান পাওয়া কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বিভিন্ন জিও-এনজিও প্রতিষ্ঠানের ২৫টি স্টলে তাদের উদ্ভাবিত এবং সম্প্রসারণযোগ্য বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির সমাহার ঘটে মেলায় প্রতিদিন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কৃষিবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে - কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রংপুর বিভাগের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত ধানের উন্নত জাত ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কৃষকের মাঠে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আইএপিপি-ব্রি, ডিএই, বিএডিসি ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি একযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বোরোর আবাদ কমিয়ে বৃষ্টি নির্ভর আউশের আবাদের এলাকা বৃদ্ধিতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আউশের নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাত এ কাজকে ত্বরান্বিত করবে বলে উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৬ এপ্রিল ২০১৫ সোমবার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের হল রুমে Integrated Agricultural Productivity Project (IAPP)-BRRI Component প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা ঠাণ্ডা, খরা, সেচ, রোগ-পোকা, মাটি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ১৪টি বিষয়ের ওপর গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএপিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক যুগ্ম সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রি'র পরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ প্রতীপ কুমার মণ্ডল ও আইএপিপি প্রকল্পের আঞ্চলিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ব্রি'র মহাপরিচালক ড. জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রতি বছর আমাদের দেশের জনসংখ্যায় প্রায় ২২ লাখ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে। অতিরিক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের খাবার উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই অগ্রগামী হই না কেন খাবার জোগাতে হলে কৃষিকাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বোয়ালখালীতে ২ দিন ব্যাপী ডিজিটাল মেলা-২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন করেন মেলার প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মঈন উদ্দিন খান বাদল

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হবে। বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রচারের ক্ষেত্রে কৃষকের উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় প্রচারণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ অতিথি মো. মকবুল হোসেন, এমপি বলেন, বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে দেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, এদেশ এখন খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। যে দেশ এক সময় খাদ্য সংকটের দেশ ছিল, বর্তমানে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে চাল, আলুসহ বিভিন্ন শাকসবজি রফতানি করা হচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ফলে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব এ জেড এম মমতাজুল করিম বলেন, কৃষি উন্নয়নে যুগোপযোগী, সহজলভ্য ও কার্যকরী প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিজয় ভট্টাচার্য্য বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। জনবহুল এ দেশের খাদ্যের জোগানে নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি, মেধা, উদ্ভাবনী, সরকারের সহায়তা, বেসরকারি উদ্যোগ ও বাণিজ্যিক কৃষির সমন্বয় খুবই জরুরি।

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু করে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ছাত্র/ছাত্রী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। মেলায় সরকারি-বেসরকারি ২৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

বোয়ালখালীতে ২ দিনব্যাপী ডিজিটাল মেলা উদ্বোধন

– মো. জয়নাল আবেদীন ভূইয়া,
এআইসিও, কৃতসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলায় ২৯ মার্চ উপজেলা পরিষদ চত্বর দুই দিনব্যাপী ডিজিটাল মেলা-২০১৫ উদ্বোধন করা হয়। উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-৮ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মঈন উদ্দিন খান বাদল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোয়ালখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ মো. আতাউল হক। মাননীয় এমপি মহোদয় ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন। পরে মেলায় স্থাপিত বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এ মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যে ০৬ টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। মেলায় উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, কোম্পানি প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল সেবা প্রদান সম্পর্কে মেলায় আগত সর্বস্তরের দর্শনার্থীদের ধারণা প্রদান করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্টল হতে ডিজিটাল কৃষি সেবা প্রদানের পাশাপাশি কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ– শিল্পমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মো. শাখাওয়াত হোসেন, পুলিশ সুপার মো. মজিদ আলী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আবদুল আজিজ ফরাজী, উপজেল কৃষি অফিসার মো. ফরহাদ হোসেন প্রমুখ। মন্ত্রী তার বক্তৃতায় আরও বলেন, এদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। তাই নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কৃষি ভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এতে করে কৃষকের পণ্য আরও সমাদৃত হবে। পাশাপাশি বিদেশি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় শিল্প বিকাশে সহায়তা হবে। প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতার কারণে আজ আমরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পেরেছি। এজন্য কৃষি বিভাগকে অভিনন্দন জানিয়ে এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। মেলায় ২০টি স্টল স্থান পায়। উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। মেলায় বাহারি ফল-সবজি দেখে দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামীণ জনগণের জীবনমান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়ামে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন 'বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পের স্টার্ট-আপ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত শুরু হওয়া প্রকল্পটি ঢাকা, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ০৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩৯৮০.৩১ লাখ টাকা। প্রকল্প এলাকায় ৫০০০টি কৃষক গ্রুপের ১৫০০০০ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১৫০০০০০ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লিড এজেন্সি) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজ করবে।

কর্মশালায় কৃষিবিদ এ জেড এম মমতাজুল করিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষয় ভট্টাচার্য্য, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, মো. জয়নাল আবেদীন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম), এলজিইডি; মো. মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মোহাম্মদ ইকবাল করিম, আবাসিক প্রতিনিধি, আইডিবি, ঢাকা প্রমুখ।

মনপুরায় কৃষক মাঠ স্কুলের কৃষকদের সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

- মো. ছালাহউদ্দিন, মনপুরা (ভোলা) সংবাদদাতা,

ভোলার মনপুরা উপজেলা কৃষি বিভাগের উদ্যোগে আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলের ১০০ কৃষক-কৃষাণিদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করেন কৃষি বিভাগ। ৬ এপ্রিল উত্তর সাকুচিয়া বাড়ি বাড়ি কৃষক মাঠ স্কুল প্রাঙ্গণে কৃষি খামার মাঠে সচেতনতামূলক সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার এ এইচ জাহাঙ্গীর আলম, মনোয়ারা বেগম মহিলা কলেজের অধ্যাপক মো. ছালাহউদ্দিন, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা গোপীনাথ দাস, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সীতা রাম দে প্রমুখ। এ সময় দক্ষিণ সাকুচিয়া মাঝি বাড়ি কৃষক মাঠ স্কুল ও উত্তর সাকুচিয়া বাড়ি বাড়ি কৃষক মাঠ স্কুলের ১০০ কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে কৃষি অফিসার কৃষকদের নিয়ে সরেজমিনে সাইফুলের সবজি খামার পরিদর্শন করেন। কৃষক-কৃষাণিদের মাঝে সবজি চাষের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সবজি চাষে কৃষকদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কৃষক মাঠ স্কুলে কৃষক-কৃষাণীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবেন বলে জানান কৃষি কর্মকর্তা।

সড়কজুড়ে রাউজানের বাঙি-তরমুজ

– জাহেদুল আলম, রাউজান

'শুধু বাবা নয়' দাদার আমল থেকে এ ব্যবসা করছি। কোনো কোনো বছর লাভ হয়, আবার কোন কোন বছর বৃষ্টি হলে লোকসান গুনতে হয়। তবে রাউজানের বাঙ্গি-তরমুজের স্বাদ অন্য এলাকার চেয়ে আলাদা এবং প্রসিদ্ধ। বাঙি তরমুজের ক্ষেত করে অনেককে সংসার চালাতে হয়। এই কথাগুলো বলেছেন রাউজান পৌরসভার পূর্ব গহিরার ৬৫ বছরের বৃদ্ধ মোহাম্মদ হোসেন। তার মতো আরও অনেকে প্রতিদিন বাঙি-তরমুজ নিয়ে আসেন বিক্রি করতে। রাউজানের উৎপাদিত বাঙি-তরমুজ মানেই আলাদা স্বাদ, আলাদা ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে আরও ভিন্নতা দিয়েছে সত্যের দোকানের বাঙি-তরমুজের মৌসুমি বাজারটি। রাউজান পৌরসভার সুলতানপুর এলাকার চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে সত্যর দোকান এলাকায় ভোর সকাল থেকে পাশের এলাকায় উৎপাদিত বাঙি তরমুজ নিয়ে আসেন স্থানীয় শত শত চাষি। সড়কের দুই ধারে বসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে বেনাকেনা। পাইকারি ও খুচরা বাঙি-তরমুজের হাট এখন শুধু চট্টগ্রাম জেলা নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানেও খ্যাতি পেয়েছে। স্থানীয় চাষিরা জানিয়েছেন আলাদা স্বাদের এ বাঙি-তরমুজ নিতে আসেন চট্টগ্রাম শহর, রাঙ্গামাটি শহর, খাগড়াছড়ি এবং পাশের উপজেলাগুলোর পাইকারি ক্রেতা ও খুচরা ক্রেতারা। মার্চের প্রথম দিক থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলবে জমজমাট এই মৌসুমী বাজারে বাঙি-তরমুজ বিকিকিনি। বর্তমানে বাঙি-তরমুজের এ ভরা মৌসুমে রাউজানের এ অস্থায়ী পাইকারি ও খুচরা বজারটিতে ক্রেতা-বিক্রেতার পদচারণায় মুখরিত। উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা ও স্থানীয় বাঙি-তরমুজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাউজান পৌরসভার সুলতানপুর, পূর্বগহিরা, চিকদাইর, ডাবুয়া, হলদিয়া, ইলিদপুরে বাঙি ও তরমুজের চাষাবাদ হয়ে থাকে। ডিসেম্বরও জানুয়ারি মাসে বাঙি-তরমুজ চারা লাগানো শুরু হয়। মার্চের শুরুতে উৎপাদন শুরু হয়। এপ্রিল মাস জুড়ে বিকিকিনি চলে। উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা আতিকুর রহমান চৌধুরী জানান, রাউজানে এ বছর বাঙি চাষ হয়েছে ৪০ হেক্টর জমিতে আর তরমুজ চাষ হয়েছে ৩০ হেক্টর জমিতে।

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত